সংবাদ

তারিখ ... ২৮.১০.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

৩৩৭

শিক্ষা পদ্ধতি বনাম শি...

'এ শিক্ষা পদ্ধতি কার স্বার্থে' এধরনের কিছু চিঠি 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তার জবাবে মিসেস ফওজিয়া রহমান দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন। আধুনিক জগতে শিক্ষার উন্নতি ও রূপান্তর এবং ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রয়োজন এই চিঠিতে তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

তার মূল বক্তব্যের সাথে কেউ দ্বিমতপোষণ করবেন না।

শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় শুধু গণিতের সেট কিংবা বাইনারী পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সামগ্রিক পাঠক্রমই এর অন্তর্ভুক্ত। গণিতে যে নতুন বিষয়সমূহ দেয়া হয়েছে, তার অনেকগুলো পদ্ধতি জটিল। যেমন সাধারণ সরল অঙ্ক। কিংবা গুণ ও ভাগ পদ্ধতি। মূলতঃ বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্রের একটা তত্ত্বের দিক উঠে এসেছে। দশমিক পদ্ধতি যা শূন্য আবিষ্কারের পর সভব হয়েছে, তা গণিত শাস্ত্রের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর সবাই জানেন অঙ্ক পাতন পদ্ধতির আধুনিক ধারার সংখ্যাসূচক প্রতীকগুলোর মধ্যে আরবীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মিসেস ফওজিয়া রহমানের যে বক্তব্য এবং বাস্তবে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে যারা শিক্ষা দেন সেই শিক্ষকবৃন্দের বলা চলে শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষক বর্তমান গণিত পাঠক্রমের বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত নন। ফলে এসব রীতি পদ্ধতি মফস্বলের স্কুল তো দূরের কথা শহরের বহু স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এটা রূঢ় বাস্তব। এখানে কোন আবেগ কিংবা যুক্তির প্রশ্নটা আসল নয়। তারপর ব্যাবিলনীয় সুমেরীয় কিংবা মিসরীয় সংখ্যা লিখনপদ্ধতি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের কোন দিন কোন প্রয়োজনে আসবে না। তাদের গ্রহণ ক্ষমতার কথাটাও তো এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তাছাড়া আরও রয়েছে, পাঠক্রমে সঠিকভাবে কোন পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত করা হয়নি। বোর্ডের নির্বাচিত কিংবা অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশের রাজনীতির আবহাওয়ায় পাল তুলে দিয়েছে, তাছাড়া রয়েছে বেশকিছু নির্বাচিত আদর্শ স্কুল যেখানে উচ্চ বেতনে ধনীর ছেলে মেয়েরাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যে বেতন পান, তারপর প্রাইভেট টুইশনি করে সংসার চালাবার চিন্তা তাদের নেই। এসব কথাগুলোই মূলতঃ এসেছে 'এ শিক্ষাপদ্ধতি কার স্বার্থে' জাতীয় চিঠিপত্রে। যারা চিঠি লিখেছেন, তারা কেউই শিক্ষামন্ত্রী নান-নু একজন ব্যতিক্রম আছেন। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে গিয়ে দেখেছেন যে, এ ধরনের শিক্ষার সফলতার জন্য তাদের মাসে অন্তত-

পক্ষে সভানপিছু আরও ২০০ টাকা ব্যয় করতে হবে। ব্যাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার হাল, শিক্ষকদের বর্তমান মানসিকতা যে রাজনৈতিক আবর্তের শিকার সেখানে সততা, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ইত্যাদি প্রায় অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ওরি মধ্য দিয়েই বহু ছাত্র প্রতি বছর কৃতিত্বের সাথে বেরিয়ে আসছে একথা নিয়ে গর্ববোধ করা চলে। গত এসএসসি পরীক্ষায় এমন কতকগুলো স্কুলের নাম আছে যেখান থেকে কেউই পাস করেনি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দশ-এর নীচে এমন স্কুলের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

যে দেশে শিক্ষা বৈষম্য এত প্রকট, কিণ্ডার গার্টেন, বিদেশী সাহায্যে ও অনুদানে আধুনিকতম সাজসরঞ্জামে অভিজাত এলাকার কয়েকটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার তথা ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানে বৃটেনের মত উন্নত দেশের একজন গণিতবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এ নিদারুণ সমস্যার সমাধান কোথায়? পত্রলেখিকা শুধু গণিতশাস্ত্র এবং অংক পুস্তকে নতুন সন্নিবেশিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। একথা সবাই জানেন যে, আমাদের পাঠক্রম থেকে উন্নত দেশগুলোর পাঠক্রম অনেক অগ্রসর। সেখানকার ছাত্ররা মাধ্যমিক স্তরে অনেক বেশি শিখে থাকে। বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও গণিত।

আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন দেশের অগ্রসর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক শিখানোর পদ্ধতি এবং সমাধানের পদ্ধতি শিখাতে অগ্রসর হয়েছেন। এটা আশার কথা, কিন্তু এসব বইয়ে ভুল এবং উপস্থাপন পদ্ধতির দুর্বলতার দিকটি পত্রলেখিকা খেয়াল করেননি।

তিনি গণিতশাস্ত্রে প্রাচ্য সপ্তম শতাব্দীতে এগিয়ে ছিল যে স্তরে ইউরোপ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সে স্তরে পৌছেছে বলেছেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের অগ্রযাত্রা আজও অব্যাহত আছে এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর মধ্যে পরবর্তী সময়ে যারা সমাজ পরিবর্তন করে শিক্ষাকে সকলের দ্বারে পৌছে দিয়েছেন তারা আরও বেশি এগিয়ে গেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন এসব দেশ তার দৃষ্টান্ত। কালকুলেটর ও কম্পিউটার জীবনযাত্রার বিভিন্ন কাজের অপরিহার্য অঙ্গ আজ। কিন্তু আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদের মত-

বিশেষভাবে এই এলাকার দে... গুলোর পশ্চাদপদতা শোকাব... প্রাচীন ভারত এবং এক সময় আ... দেশ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের জ্ঞা... বিজ্ঞানে যে অবদান রেখেছি... আজকে তাদের এ দৈন্যদশা কে... কিছুদিন আগে জনৈক পত্রলে... মসজিদে মসজিদে গ্রন্থাগার স্থাপ... প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে চিঠি... আশংকা ও আপত্তি প্রকাশ ক... বলেছেন, ইসলামে কারুর ছবি রা... নিষিদ্ধ (মূর্তি পূজার কথা ... এখানে)। কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে ছা... আছে। এসব যাতে মসজিদে না রা... হয় সেই আবেদন জানিয়েছেন... চিঠিটি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে... পারে এবং ততটা স্থান চিঠিপ... কলামে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ধর্ম... বিতর্ক সম্পর্কে আলেম সমাজ... মতামত দেয়ার উপযুক্ত। সুতরা... বিষয়টির ফয়সালা উক্ত পর্যায়ে ক... নীতি নির্ধারণ করা উচিত ব... পত্র লেখককে জানিয়ে দেয়া... হয়েছে। বিতর্কমূলক বিষয় চিঠিতে... আসবেই। তবে তা যদি ধর্ম নিয়ে... হয়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে কারু... ব্যাখ্যাই কারুর কাছে স্পষ্ট হবে... না। কিন্তু চিঠিটি আমাকে বিস্মিত... করেছে অন্য কারণে। বিজ্ঞানের... জন্য সাধারণ বইয়ে আবিষ্কারক... কিংবা জ্ঞানীগুণীর ছবি থাকে... সেখানে যদি ধর্মের অবতারণা করা হয়, তবে বিষয়টি নাজুক হয়ে দাঁড়ায়। এই মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানচর্চা ও গণিতচর্চার সুফল লাভ মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ স্কুলের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত করে দেয়ার সম্ভাবনা কোথায় আর সমস্যা হল কোন স্তরে কীভাবে শিক্ষাদান প্রণালী কার্যকর করা যায় এবং ক্রমেই ছাত্রদের চিন্তার বিকাশ ঘটানো যায়। কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতা কি চিন্তার বিকাশের পক্ষে সহায়ক? কিংবা ক্ষমতার রাজনীতিতে ইতিহাসে শেখমুজিবের ছবি থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে বিতর্ক কি সুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে?

শিক্ষার অঙ্গ ইতিহাস বিকৃত না করা। প্রতিপাদ্য তথ্যকে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কিংবা রাজনৈতিক মতবাদের শিকার করে শিক্ষার অগ্রগতি হয় না। তার বড় প্রমাণ স্কুল মাদ্রাসায় অনিয়ম বলে কয়েক দিন আগে সংবাদ-এ প্রকাশিত আমাদের উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধির একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। সুতরাং যেখানে শিক্ষক নতুন পদ্ধতি জানেন না, জানার আগ্রহ নেই, সেখানে শিখাবেন কে? শুধু সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারে হাওয়ার অনুকূলে জিন্দাবাদ ধ্বনি আর গদগদ ভাব প্রকাশ করে

দামাল সামার ক্রিকেট

ইগলেটস ও ওয়ারী জয়ী

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত দামাল সামার ক্রিকেট খেলায় ওয়ারী ও ইগলেটস জিতেছে।

ধানমন্ডী ক্রিকেট স্টেডিয়াম পূর্ব মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ওয়ারী অমর জ্যোতিকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছে। অমর জ্যোতি টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ৩৮ ওভার ৩ বলে ১০৫ রান করে। এর জবাবে ওয়ারী ২৭ ওভার ৫ বল খেলে ৫ উইকেটে নির্ধারিত ১০৬ রান করে। খেলার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ওয়ারীর অপরাজিত ৪৮ রান ও ১৯ রানে ২ উইকেট।

স্কোর: অমর জ্যোতি ১০৫ (এহসান অপ: ৩৪, খোকন ১৮, আজাদ ১৭। অজম ৩/১৪, আলতাফ ২/১৯)।

ওয়ারী ৫ উই: ১০৬ (আলতাফ অপ: ৪৮, ইফতেখার ১৫, ইয়াসিন ১৩। দর্পণ ২/১৫)।

অপরদিকে পশ্চিম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ইগলেটস শান্তিনগরকে ১ উইকেটে পরাজিত করেছে। শান্তিনগর প্রথম ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ১৫৬ রান করে। ইগলেটস এর জবাবে নির্ধারিত ওভারে শেষ ৬ ওভার তবল থাকতে ৯ উইকেটে ১৬০ রান করে। ইগলেটসের ৪র্থ জুটিতে সাব্বির ও মাহমুদ ১১ ওভার ৫ বল খেলে ৬৩ রান করেন।

স্কোর: শান্তিনগর ৯ উই: ১৫৬ (দৌলত ৩৬, ইয়াকী ৩৩, ছোট ওসমান ২৩, ওসমান খান ১৩, জহির ১১। মিজান ৩/২৪, সেলিম ৩/৩৭)।

ইগলেটস ৯ উই: ১৬০ সাব্বির ৫০, মাহমুদ ৪৪, ডালিম ১৭, রফিক ১১। সেলিম ২/১৭, সমান খান ২/৩২, দৌলত ২/৩২)।

২য় বিভাগ হকি

গতকাল বৃহস্পতিবার হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২য় বিভাগ হকি সুপার লীগের খেলায় ব্রাদার্স ক্যান্টনিয়ানের সাথে গোলশূন্য ড্র করেছে।

পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত পাইওনিয়ার ফুটবল লীগের ফলাফল নীচে দেয়া হলো:

যুবং ব্রাদার্স-১ : ইকবাল যুব সংঘ-০ (ইকবাল)

উদয়াচল-৪ : মিরপুর ফ্রেণ্ডস-০ (হায়দার-২, প্রিন্স, রায়হান)

সোনালী-১ : আমিন বাজার-১

ব্রাদার্স-১ : চড়াইল-০ (বাদল)

রাজার মুসলিম-২ : চকবাজার-২